بسم الله الرحمن الرحيم

জার্মানীর কার্লরুয়েস্থ্ ডি.এম. এরিনায় প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ জুলাই ২০১৯ মোতাবেক ০৫ ওফা ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

(হুযূর জিজ্ঞেস করেন, হলের) শেষ পর্যন্ত শব্দ ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে কিনা? আপনাদের ব্যবস্থা আছে তো? চেক করেছেন কি?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ তা'লার যেসব কৃপা এবং পুরস্কার লাভ করেছি তার মাঝে একটি সালানা জলসা রূপে আমাদের লাভ হয়েছে। এটি অনেক বড় একটি কৃপা এবং পুরস্কার যা আমরা লাভ করেছি, যেন আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং জ্ঞানগত উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন আর তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নত উপকরণ সৃষ্টি করতে পারি। পরস্পরের অধিকার প্রদানের জন্য নিজেদের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করতে পারি আর জলসার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার পেছনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে পারি। পারস্পরিক মনোমালিন্য এবং দূরত্বকে মিমাংসা ও নৈকট্যে পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারি। নিজেদেরকে বৃথা কর্ম থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই বিষয়গুলোকে জলসা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আহমদীদের অনেক বড় একটি অংশ সারা বছর সালানা জলসার জন্য অপেক্ষায় থাকে। আর ক্যালেন্ডারে পরবর্তী বছর আরম্ভ হতেই অধীর আগ্রহে তারা দিন গুণতে থাকে আর জলসা অনুষ্ঠানের আগ্রহ অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। এখানকার অধিবাসীরাও অপেক্ষা করে, যারা দীর্ঘদিন থেকে এখানে বসবাস করছে। আর বিশেষ করে যারা সদ্য পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছে এবং স্বীয় পরিস্থিতির কারণে এখানে অভিবাসন গ্রহণ করেছে, আইনী প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা সেখানে জলসার আয়োজন করতে পারে না এবং এক দীর্ঘ সময় থেকে তারা জানেই না যে, জলসা কী জিনিস, তারা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষারত থাকে। আর এই সংখ্যাও এখন শত শত থেকে কয়েক হাজারে উপনীত হয়েছে এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ থেকে শুধুমাত্র জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে আর বহু সংখ্যায় মানুষ এখন জার্মানীতে আসছে। এ বছর তো আফ্রিকারও কতিপয় দেশ থেকে কিছু লোক জলসায় এসেছে, যাদের মাঝে সেখানকার স্থানীয়রাও অন্তর্ভুক্ত। জলসার আয়োজন করার পেছনে যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য রয়েছে তা অর্জনের চেষ্টা করার জন্য জলসায় অংশগ্রহণের আগ্রহ থাকে এবং জলসার জন্য অপেক্ষা করা হয় এবং তা-ই করা উচিত। যে ব্যক্তি এই চিন্তাচেতনা রাখে না এবং এই নিয়্যতে জলসায় অংশগ্রহণ করে না, তার জন্য জলসার অপেক্ষা করাও বৃথা আর জলসায় অংশগ্রহণ করাও বৃথা ও নিরর্থক। অতএব জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য, সে পুরুষ হোক বা নারী, এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, সে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করছে কিনা, বা এই নিয়্যতে জলসায় অংশগ্রহণ করছে কিনা, তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করছে কিনা, উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রদর্শন করে পরস্পরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করছে কিনা, অথবা এই চিন্তাচেতনার সাথে এখানে

এসেছে কিনা। যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে আমি যেমনটি বলেছি, (তার) জলসায় যোগ দেয়া অর্থহীন আর জলসায় অংশগ্রহণ তার জন্য কোন উপকার বয়ে আনবে না। পরিবেশ অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু পরিবেশের এই প্রভাবকে গ্রহণের জন্য মানুষের স্বীয় প্রচেষ্টারও ভূমিকা রয়েছে। অতএব এর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন সেসব বিষয় অর্জন করা সম্ভব হয় এবং আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জনকারী হতে পারি। আর জলসায় আগত লোকদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কৃত দোয়া সমূহেরও যেন আমরা উত্তরাধিকারী হতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যারা এই চিন্তাচেতনার সাথে জলসায় অংশগগ্রহণ করে না, আর নিজেদের কর্মে সে অনুযায়ী পরিবর্তন আনে না।

তিনি বলেন, আমি মোটেই চাই না যে, বর্তমান যুগের পীরজাদাদের মতো শুধুমাত্র জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য নিজ অনুসারীদের একত্রিত করব। বরং সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য, যার জন্য আমি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করি, তা হলো আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি অর্থাৎ মানবের সংশোধন। অতএব তিনি (আ.) স্পষ্ট করেছেন যে, জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং লোক দেখানোর জন্য মানুষকে একত্রিত করা (জলসার) উদ্দেশ্য নয়, যেমন কিনা গদ্দিনশিন পীরেরা উরস এবং মেলার নামে মানুষকে একত্রিত করে থাকে। তিনি বলেন, বরং সেই লক্ষ্য- যার জন্য আমি জলসার এই রীতি অবলম্বন করেছি, তা হলো- আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি অর্থাৎ মানবের যেন সংশোধন হয়। তারা যেন আল্লাহ্‌র অধিকারও প্রদানকারী হয় আর পরস্পরের প্রাপ্যও প্রদানকারী হয়। আর যারা নিজেদের সংশোধন করে না তাদের প্রতি তিনি (আ.) কেবল অসন্তুষ্টিই প্রদর্শন করেন নি বরং ঘৃণাও প্রকাশ করেছেন। ত্রিশ হাজার, পঁয়ত্রিশ হাজার বা চল্লিশ হাজারও যদি উপস্থিতি হয় তাহলে কী লাভ, যদি তাঁর অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাসনাকে পূর্ণ করে বয়আত করার পরও আমরা নিজেদের হৃদয়ে জগতের প্রতি মোহ রাখি আর আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা এই জাগিতক আকর্ষণের ওপর প্রাধান্য না রাখে, অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) এর নির্দেশাবলী অনুযায়ী আমরা নিজেদের জীবন যাপন না করি, আর এই তিন দিনেও ইহজগৎই আমাদের সামনে থাকে। অতএব আমাদের এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। কিছুদিন পূর্বে রমজান মাস শেষ হয়েছে, যা এক আধ্যাত্মিক সংশোধন এবং উন্নতির মাস ছিল। যাতে ব্যক্তিগত ইবাদত, রোযা এবং যিকরে ইলাহী বা আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করার সুযোগ প্রত্যেক মু'মিনেরই লাভ হয়েছে। আর এখন আরো একটি তিন দিনের ক্যাম্প এসেছে যাতে ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত উন্নতির সুযোগের পাশাপাশি ইবাদত এবং যিকরে ইলাহীর পরিবেশও লাভ হয়। আর এই সমস্ত বিষয়ের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। সবাই একত্রিত হয়ে ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয়, নফলও আদায় করে, তাহাজ্জুদও পড়ে। নিজ নিজ ভাষায় এবং মনে মনে যিকরে ইলাহী করলেও যেহেতু সবাই একসাথে তাতে রত হয়, তাই তা-ও যিকরে ইলাহীর একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ। আমরা যদি তা থেকে উপকৃত না হই তাহলে কখন আর কীভাবে আমরা তা করব?

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের ওপর অনেক বড় এক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আর নিজ মান্যকারীদের কাছে অনেক বড় আশা ব্যক্ত করেছেন। এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। এই পরিবেশ সত্যিকার অর্থে তখনই কল্যাণকর হবে যখন আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসার বিপরীতে জগতের প্রতি মোহ লোপ পাবে। এই জগতে বসবাস

করে জগতের প্রতি মোহকে খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসার বিপরীতে গৌণ জ্ঞান করা অনেক বড় একটি বিষয়। আর এটিই মানুষকে প্রকৃত মু'মিন বানায়। জলসার এই তিন দিনের পর জাগতিক কাজকর্মও করতে হবে। কিন্তু এই অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণ এবং যোগদানের উপকার তখন হবে যখন আমরা জাগতিক কাজকর্ম থাকা সত্ত্বেও ধর্মকে জগতের ওপর অগ্রগণ্য করব। এই তিন দিনে বিশেষভাবে জগতের প্রতি মোহকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে। আমরা এখানে জলসার দিনগুলোতে এটিও দেখি যে, বাজারের সুযোগ-সুবিধাও সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে দোকান খোলা হয়, আর জাগতিক জিনিসপত্রও সেখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণকারীরাও আর বাজারের ব্যবস্থাপকরাও এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবেন যে, বাজারে ঘোরাফেরা করা আর শপিং করা, আর নিজের জিনিসপত্র চড়া লাভে বিক্রয়ের চেষ্টা করা হলো জাগতিকতা। তাই ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই তা এড়িয়ে চলুন আর জলসায় অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষ জলসার অনুষ্ঠানমালা মনোযোগ সহকারে শুনুন। এরপর বিরতির সময়গুলোতে, উভয়েরই অধিকার রয়েছে, উভয়েরই বাজারে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু বাজারের অধিকার প্রদানেরও চেষ্টা করুন। আর বাজারের অধিকার হলো, সেখানে চলাফেরার সময় পরস্পরকে সালাম করুন, যিকরে এলাহীতে রত থাকুন, কোন জিনিস দেখে দোকানে ভিড় জমিয়ে ধাক্কাধাক্কি করবেন না। দোকানদার ন্যায্য লাভে নিজের জিনিস বিক্রয় করুন। কারো সীমাবদ্ধতার সুযোগে অন্যায় লাভ করবেন না। আমি যেমনটি বলেছি, বাজারেও যিকরে এলাহীতে রত থাকুন। আর যারা বিক্রেতা রয়েছে তারাও যেন এই সময়ে যিকরে ইলাহীতে রত থাকে। বাহ্যিক এ রীতিগুলো যদি আমরা অবলম্বন করি তাহলে আমাদের হৃদয়ের অবস্থাও পরিবর্তিত হবে আর আমাদের মাঝে তাকওয়াও সৃষ্টি হবে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসাও সৃষ্টি হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে এসব পুণ্য সৃষ্টি এবং তাকওয়ার মান উন্নত করার জন্য আরো বলেন,

এই জামা'তকে সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন যে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান, যা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এবং সেই প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা, যা এ যুগে পাওয়া যেত না, সেটিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা।

অপর এক স্থানে তিনি আমাদেরকে তাকওয়ার মান উন্নত করার নসীহত করে বলেন,

হে যারা নিজেদেরকে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত মনে কর, আকাশে তোমরা তখনই আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হবে যখন প্রকৃত অর্থে তাকওয়ার পথে পদচারণা করবে।

অপর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য এবং ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন, নিজেদের হৃদয়ে খোদা তা'লার মাহাত্ম্য সৃষ্টি কর, আর তাঁর তৌহীদের স্বীকারোক্তি শুধু মৌখিকভাবে নয় বরং ব্যবহারিকভাবে দাও যেন খোদা তা'লাও কার্যত তোমাদের প্রতি নিজ সন্তুষ্টি এবং কৃপা প্রকাশ করেন। অতএব এগুলো হলো সেই কথা যা আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, আমরা কীভাবে প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি করব। কোন একটি বিচ্ছিন্ন পুণ্য করা তাকওয়া নয়, বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে এটিও বলেছেন যে, সকল প্রকার পুণ্যকর্ম করা আর খোদা তা'লা এবং তাঁর বান্দাদের সকল প্রকার অধিকার প্রদান করা হলো প্রকৃত তাকওয়া। এ দিক থেকে আমরা যদি যাচাই করি তাহলে আমাদের সামনে আমাদের অবস্থার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যাবে। কতিপয় ব্যক্তি বাহিরে জামা'তী কাজে খুব ভালো, কিন্তু ঘরে স্ত্রী-সন্তানরা তাদের প্রতি বিরক্ত। আবার

কেউ কেউ ঘরের দায়িত্ব পালন করছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি তাদের মনোযোগ নেই; এরূপ অভিযোগও আসে। কেউ কেউ বাহ্যত ইবাদতকারী হলেও সমাজে পারস্পরিক লেনদেনে তারা একে অপরের অধিকার হরণকারী। কেউ কেউ জগতবাসীর সামনে কোন কোন নেক কর্ম সম্পাদন করে থাকে কিন্তু তা শুধু লোক দেখানোর জন্য। আর তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিয়্যত সম্পর্কে অবগত আর তিনি সর্বাবস্থায় আমাদেরকে দেখছেন। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হবার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জন করার জন্য, তাঁর কৃপার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার স্নেহ ও কৃপা লাভের জন্য সকল দিক এবং সকল আঙ্গিকে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করা প্রয়োজন। আর এই জলসার আয়োজন এ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যেন পুণ্যকর্ম করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। বক্তারা নিজেদের বক্তৃতায় এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা অব্যাহত রাখেন। আমাদেরকে এক বিশেষ পরিবেশে রেখে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা অব্যাহত রাখা উচিত, অর্থাৎ আমাদের প্রতিটি কর্মে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের দ্যুতি দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণ বান্দা তারাই হয়ে থাকে যাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ (সূরা নূরঃ ৩৮)। অর্থাৎ যাদেরকে কোন ব্যবসা এবং কোন ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্ তা'লার স্মরণের বিষয়ে উদাসীন করতে পারে না। তিনি বলেন, হৃদয় যখন খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করে নেয় তখন আর তা তাঁর থেকে পৃথক হয়ই না। তিনি বলেন, এই অবস্থাটি এভাবে বুঝা যায়- যেমন কারো সন্তান যদি অসুস্থ হয় তাহলে সে যেখানেই যাক, যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, তার হৃদয় এবং মনোযোগ সেই সন্তানের মাঝেই নিবদ্ধ থাকবে। একইভাবে যারা খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং ভালোবাসা গড়ে, তারা কোন অবস্থাতেই খোদা তা'লাকে ভুলে না। অতএব এই হলো সেই অবস্থা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান। আর এই অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টার জন্যই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমাদের মাঝে প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত আর খোদা তা'লার কাছে দোয়াও করা উচিত যেন আমরা এই অবস্থা অর্জন করতে পারি। আর আমরা যদি (নিজেদের মাঝে) এই অবস্থা সৃষ্টি করি এবং এর জন্য চেষ্টা করি তখন আল্লাহ্ তা'লাও আমাদেরকে স্মরণ রাখবেন। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন-

اذکروا اللہ یذکرکم

অতএব তারা কতই না সৌভাগ্যবান যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্মরণ করেন, তাদেরকে স্মরণ রাখেন। আমাদের প্রভু আমাদেরকে শুধু এ কারণেই এত দানে ধন্য করছেন যে, আমরা জাগতিক ব্যস্ততার ভেতরও নিজ প্রভুকে ভুলি নি। আর এই দিনগুলোতে আমাদের বিশেষভাবে এর জন্য চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা খোদা তা'লাকে প্রকৃত অর্থে স্মরণ করি যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কথা স্মরণ রেখে আমাদেরকে নিজ কৃপার উত্তরাধিকারী করবেন।

অতএব জলসায় আগমনকারীরাও আর দায়িত্ব পালনকারীরাও এই দিনগুলোতে যিকরে ইলাহীতে মশগুল থাকার চেষ্টা করুন। আর খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হওয়ার চেষ্টা করুন। আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় বিষয় আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা

আমাদেরকে স্মরণ রাখবেন। অতএব তা অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত, তবেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুযায়ী আমরা স্বর্গে তাঁর জামা'তের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই শব্দাবলী আমাদের জন্য চিন্তার কারণ হওয়া উচিত যে, আকাশে আমার জামা'ত হিসেবে তখন গণ্য হবে যখন সত্যিকার অর্থে তাকওয়ার পথে পদচারণা করবে। বয়আতের পর আমাদের মাঝে অনেকেই আছে যারা নিজেদের প্রিয়জনদের পক্ষ থেকে তিরস্কৃত হয়েছে। আপনাদের অনেকেই হিজরত করে এখানে এ কারণে এসেছেন যে, আহমদী হওয়ার কারণে আপনাদেরকে আহমদী বিরোধীদের শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেশীয় আইন আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও আর এই সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও যা পাকিস্তানে বা অন্যান্য আরো কিছু দেশে আহমদীরা সহ্য করে যাচ্ছে, অথবা আপনাদের মাঝ থেকেও কেউ কেউ তা সহ্য করে থাকবেন, কিন্তু তারপরও আমরা নিজেদের কর্মের কারণে যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হতে না পারি আর সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে না পারি, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা স্মরণ করেন, তাহলে এটি কতই না লোকসানজনক ব্যবসা। অতএব এই দিনগুলোতে অনেক দোয়া করুন, আর আমাদের এই দোয়া করা উচিত যে, আমরা যেন তাদের মাঝে গন্য না হই যাদের প্রতি খোদা তা'লা অসন্তুষ্ট। বরং (আমরা যেন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হই যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্মরণ করেন। আমরা যেন খোদা তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারী হই, নিজেদের হৃদয়ের অমানিশাকে দূরীভূতকারী হই। এখানে জলসার অনুষ্ঠান চলাকালেও আর বিরতির সময়ও এবং রাতের বেলায়ও আল্লাহ্‌র যিকিরের পাশাপাশি এই দোয়া করুন এবং এই অঙ্গীকার করুন যে, হে খোদা! আমরা পবিত্র নিয়্যতে তোমার মসীহ্‌র প্রবর্তিত এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছি, যা নিশ্চিতভাবে তোমার বিশেষ সাহায্য-সমর্থন এবং অনুমতি সাপেক্ষে আরম্ভ হয়েছে। এতে আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তোমার স্মরণে অগ্রগামী হওয়া আর তোমার ভালোবাসা লাভের জন্য অংশগ্রহণ করছি। অতএব তুমি নিজের সেই সমস্ত কল্যাণে আমাদের ভূষিত কর যা তুমি এই জলসার সাথে সম্পৃক্ত করেছ। আর আমাদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সাধন কর যা তুমি চাও এবং যার প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি মহানবী (সা.) এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে এ যুগে প্রেরণ করেছ, যেন আমরা প্রকৃত অর্থেই তাঁর হাতে বয়আতকারী হতে পারি। অতএব আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা করে এবং দরূদ ও ইস্তেগফারে রত থেকে এ দিনগুলো অতিবাহিত করি, নিজেদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করি, তখন আমাদের ইবাদতের মানও উন্নত হবে আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের কারণে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদানকারীও হতে পারব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব জলসার একটি উদ্দেশ্য এটিও উল্লেখ করেছিলেন যে, জামা'তের সদস্যদের মাঝে যেন পারস্পরিক ভালোবাসা এবং পরিচয় বৃদ্ধি পায়। অতএব নবাগতদের সাথে আহমদীয়াতের সম্পর্কের কল্যাণে ভালোবাসা এবং পরিচিতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পুরোনোদের সম্পর্কের গণ্ডিতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়াও আবশ্যক। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার খাতিরে নিজ ভাইকে ভালোবাসে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অশেষ দানে ভূষিত করেন। অতএব এই দিনগুলোকে পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করার মাধ্যম-এ পরিণত করুন। এমন যেন না হয় যে, যাদের মাঝে পারস্পরিক মনোমালিন্য রয়েছে সামনাসামনি হলে পারস্পরিক মনোমালিন্য রাগারাগিতে পর্যবসিত হবে আর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পাবে। আর

এভাবে তারা জলসার পরিবেশকে নষ্ট করার কারণ হবে। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির উত্তরাধিকারী হওয়ার পরিবর্তে তাঁর অভিসম্পাত এবং অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে পড়বে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সালানা জলসাকেও আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব যারা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর পবিত্রতাকে পদদলিত করার কারণ হয় তারা আল্লাহ্ তা'লার কোপগ্রস্ত হয়। সুতরাং এটি ভয় করার মতো বিষয়। যাদের মাঝে মনোমালিন্য রয়েছে তাদের উচিত তাৎক্ষণিকভাবে পরস্পরের প্রতি মিমাংসার হাত প্রসারিত করা আর এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে আমিত্বের খোলসে বন্দি হওয়ার পরিবর্তে এবং বিদ্বেষের অনলে জ্বলার পরিবর্তে শান্তি ও সম্প্রীতির সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠবে। মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশকে আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, মুসলমান হলো সে যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ। আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, এই নির্দেশ আমাদের অবস্থার চিত্র তুলে ধরে কিনা, আমাদের কর্ম এই নির্দেশের অধীনস্ত কিনা, আমরা কি দাবির সাথে বলতে পারি যে, আমরা শতভাগ এর ওপর আমল করি। যদি এটি সত্য হয়ে থাকে, যা প্রত্যেকেরই দাবি, তাহলে আমাদের কাযা বা বিচার বিভাগে কোন অভিযোগ আসার কথা নয় আর দেশীয় আদালত সমূহে অধিকারের জন্য কোন মামলা হওয়ার কথা নয়। বড়ই আক্ষেপের সাথে আমাকে এ কথাও বলতে হচ্ছে যে, কতিপয় লোক এখানে জলসায় আসে আর সামান্য বিষয়ে, পুরণো বিদ্বেষ ও মনোমালিন্যের কারণে জলসার দিনগুলোতে এই পরিবেশেও হাতাহাতি আরম্ভ করে এবং মারামারি শুরু হয়ে যায়। কখনো কখনো পুলিশও ডাকতে হয়। এটি কি একজন মু'মিনের শোভা পায়? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত ব্যক্তির আমল কি এরূপ ? নিশ্চয় নয়, এমন লোকদেরকে জামা'তের ব্যবস্থাপনা জামা'ত থেকে বহিষ্কার করুক বা না করুক, নিজ কর্মের কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে জামা'ত থেকে বেরিয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুযায়ী তারা স্বর্গে তাঁর (আ.) জামা'তভুক্ত নয়। অতএব আত্মপর্যালোচনা করুন, দ্বিমুখী আমল যেন না হয়। এমন লোকদের নিজেদের হৃদয়ের কালিমা দূর করা উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ক্ষমা, মার্জনা এবং মিমাংসার পন্থা অবলম্বন করা উচিত। জগদ্বাসীকে এটি অবহিত করুন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর আমাদের আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক অবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কর্মকর্তাগণ এবং জলসায় দায়িত্ব-পালনকারীগণের এই দিনগুলোতে তাদের চারিত্রিক মান যাতে অনেক উন্নত থাকে সে বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ রাখা উচিত। বছরের অন্যান্য দিনগুলোতে কারো সাথে মনোমালিন্য থেকে থাকলেও জলসার এই পরিবেশে সেটিকে মিমাংসা এবং স্বচ্ছতায় রূপান্তরের জন্য সেসব কর্মকর্তার প্রথমে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এমনটি যেন না হয় যে, তারা প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ সন্ধান করা আরম্ভ করবে। জলসায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি মেহমান হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং কর্মীর দায়িত্ব হলো সকল প্রকার ব্যক্তিগত মনোমালিন্যকে দূর করে বড় মনের পরিচয় দেয়া এবং আতিথেয়তা প্রদর্শন করা। কর্মকর্তাদের বিশেষ দায়িত্ব হলো তাদের সহনশীলতার মান যেন অনেক উন্নত হয়। অতএব কর্মমর্তাগণ নিজেদেরকে সকল অবস্থায় সেবক জ্ঞান করুন। আর জামা'তের সদস্য এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীরা কর্মীদের জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধি জ্ঞান করুন, তাহলেই মন-কষাকষি ও লড়াই-ঝগড়ার আশঙ্কা দূর হতে পারে, পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর হতে পারে। আমাকে

আক্ষেপের সাথে এটিও বলতে হচ্ছে যে, এখানে জামা'তের কতিপয় কর্মকর্তা নিজেদের পদের সম্মান বজায় রাখে নি। জলসার পরিবেশের কথা বলছি না, সাধারণ অবস্থায়ও নিজ জামা'তের জামা'তী দায়িত্ব পালনের সুযোগকে এবং জামা'তের সেবাকে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপার পরিবর্তে জাগতিক পদের মতো ধরে নিয়েছে, যে কারণে তাদেরকে পরিবর্তনও করতে হয়েছে।

অতএব এমন লোকেরা যদি এখানে জলসায় এসে থাকে তাহলে ইবাদত, যিকরে ইলাহী এবং বিনয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করুন। যদি তাদের ধারণা অনুসারে তাদের বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্তও হয়ে থাকে তবুও বিনয়ের পথ অবলম্বন করুন আর এই পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লার সামনে অবনত হোন এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে হৃদয়ে কোনরূপ বিদ্বেষ পোষণ করবেন না। যদি ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন, তিনি সব জানেন। তিনি অদৃশ্যেরও জ্ঞান রাখেন আর দৃশ্যমান বিষয় সম্পর্কেও অবগত। তাঁর সামনে বিনয়াবনত হলে তিনি দোয়া গ্রহণ করেন এবং বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, পদ আসল বিষয় নয়, বরং আসল বিষয় হলো বয়আতের ফলে যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালন করা। জামা'তের কর্মকর্তা হোক বা সাধারণ সদস্য হোক, সবার এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত। আর এই দায়িত্ব পালন সম্পর্কে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

হে আমার জামা'ত! খোদা তা'লা আপনাদের সাথি হোন। সেই সর্বশক্তিমান, মহাসম্মানিত খোদা আপনাদেরকে পরকালের সফরের জন্য এমনভাবে প্রস্তুত করুন যেমনটি কিনা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের প্রস্তুত করা হয়েছিল। ভালোভাবে স্মরণ রাখুন যে, এই বস্তুজগত কিছুই নয়। সেই জীবন অভিশপ্ত যা কেবল ইহজগতের জন্য নিবেদিত। আর দুর্ভাগা সে যার সকল দুঃশ্চিন্তা ইহজগতকে ঘিরে। এমন মানুষ যদি আমার জামা'তে থেকে থাকে তাহলে সে অনর্থক নিজেকে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত করেছে, কেননা তারা সেই শুষ্ক শাখার ন্যায় যা ফল দিবে না। তিনি বলেন, হে সৌভাগ্যবানেরা! তোমরা জোরালোভাবে এই শিক্ষার অধীনস্ত হও যা তোমাদের মুক্তির জন্য আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান কর এবং তাঁর সাথে আকাশ এবং পৃথিবীর কোন কিছুকে শরীক করো না। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উপকরণ ব্যবহারে নিষেধ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে পরিত্যাগ করে কেবল উপকরণের ওপরই ভরসা করে সে মুশরিক। আদি থেকে খোদা তা'লা এটিই বলে এসেছেন যে, পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া ছাড়া মুক্তি নেই। অতএব তোমরা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যাও আর প্রবৃত্তির হিংসা-বিদ্বেষ এবং ক্রোধ থেকে পৃথক হয়ে যাও। মানুষের অবাধ্য আত্মায় বিভিন্ন প্রকার নোংরামি থেকে থাকে, কিন্তু সেগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় হলো অহংকারের নোংরামি। যদি অহংকার না থাকতো তাহলে কোন ব্যক্তি কাফের হতো না। অতএব তোমরা আন্তরিকভাবে দীনতা অবলম্বন কর। মোটের ওপর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও কেননা তোমরা তাদেরকে জান্নাতবাসীতে পরিণত করার জন্য নসীহত করে থাক। তোমাদের এই নসীহত কীভাবে সঙ্গত হতে পারে যদি তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী জগতে তাদের অমঙ্গল কামনা কর। আন্তরিক ভীতির সাথে খোদা তা'লার ন্যস্ত আবশ্যকীয় দায়িত্বাবলী পালন কর, কেননা সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। নামাযে অনেক দোয়া কর, যেন খোদা তা'লা তোমাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং তোমাদের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করেন, কেননা মানুষ দুর্বল। প্রত্যেক

পাপ, যা দূর হয়, তা খোদাপ্রদত্ত শক্তিবলেই দূর হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদার কাছ থেকে শক্তি লাভ না করবে, সে কোন পাপ দূর করতে সক্ষম হতে পারে না। ইসলাম শুধু প্রথাগতভাবে কলেমা পাঠকারী আখ্যায়িত হওয়ার নাম নয়, বরং ইসলামের সারকথা হলো তোমাদের আত্মার খোদা তা'লার সমীপে বিনত হওয়া আর খোদা এবং তাঁর নির্দেশ তোমাদের কাছে সকল অর্থে বস্তুজগতের ওপর প্রাধান্য লাভ করা।

অতএব এই হলো সেই মানদণ্ড যে মানদণ্ডে আমাদের সবার পাস হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, কর্মকর্তাদেরও, কর্মীদেরও আর সাধারণ সদস্যদেরও। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে, অর্থাৎ আমরা যারা তাঁর হাতে বয়আত করেছি, সৌভাগ্যবান আখ্যায়িত করেছেন। আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ধন্য হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আপনারা যারা আমার সামনে বসে আছেন, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আপনাদের মাঝে পুণ্য ছিল যার ফলে তিনি আমাদের প্রতি এই কৃপা করেছেন এবং আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দান করেছেন। আর সেই পুণ্যের সাক্ষর রেখে আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছেন। এটি হলো প্রথম পদক্ষেপ, এটি চূড়ান্ত পর্যায় নয়। এর চূড়ান্ত পর্যায় লাভের জন্য সেই শিক্ষার ওপর আমল করা আবশ্যক যা তাঁকে দান করা হয়েছে। জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্য এবং কাজকর্মও এই চিন্তা চেতনার সাথে আমাদের করতে হবে যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণকে কখনো ভুলে যেও না। আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক কাজকর্ম করতে বারণ করেন না, কেননা তা আবশ্যক। বরং আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বৈরাগী হয়ে যেতে নিষেধ করেন। অর্থাৎ সে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এমন জীবন যাপন করবে যা জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন- এরূপ করতে নিষেধ করেন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে বসবাসের জন্য বলেছেন। কিন্তু এটি আবশ্যক অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এটি থেকে বারণ করেছেন যে, মানুষ জগতকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিবে। সর্বাবস্থায় ধর্ম অগ্রগন্য থাকা উচিত। প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক আহমদীর চেহারার পেছনে আহমদীয়াতের চেহারা রয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর চেহারা রয়েছে, ইসলামের চেহারা রয়েছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো এসব চেহারার সুরক্ষা করা। আর যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মসেবার তৌফিক দান করেছেন এবং এই দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দিয়েছেন তাদের ওপর বেশি দায়িত্ব বর্তায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর এই নির্দেশকে সর্বদা নিজেদের সামনে রাখুন যে, আমার হাতে বয়আত করার দাবি করে আমাকে দুর্নাম করো না। অতএব এই নির্দেশকে সর্বদা নিজের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। কেউ যেন এটি মনে না করে যে, এ কথা কেবল পদধারীদের জন্য প্রযোজ্য আর বাকিরা এ থেকে দায়িত্বমুক্ত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে এ কথা বলেছেন যে তাঁর হাতে বয়আত করেছে। তাই আমাদের কথা এবং কাজে কখনো বিরোধ থাকা উচিত নয়, নতুবা যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছিলাম, আমাদের বয়আতের দাবি অন্তঃসারশূন্য দাবি হবে এবং জলসায় অংশগ্রহণ কেবল জাগতিকতা হবে।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর একটি দোয়া উপস্থাপন করছি যার মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ে নিজ মান্যকারীদের জন্য যে বেদনা রয়েছে তা প্রকাশ পায়। তিনি (আ.) বলেন, আমি দোয়া করছি, আর যতদিন জীবন আছে করে যাব। আর সেই দোয়া হলো, খোদা তা'লা আমার এই জামা'তের (সদস্যদের) হৃদয়কে পবিত্র করুন। আর নিজ কৃপার

হাত প্রসারিত করে তাদের হৃদয়কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করুন। আর সকল দুষ্কৃতি এবং বিদ্বেষকে তাদের হৃদয় থেকে দূর করে দিন এবং পারস্পরিক সত্যিকার ভালোবাসা দান করুন। আর আমি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি যে, এই দোয়া কোন সময় গৃহীত হবে এবং খোদা তা'লা আমার দোয়াকে বিনষ্ট করবেন না।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের দোয়া করা উচিত যেন এই দোয়া আমাদের পক্ষে গৃহীত হয়, আমাদের সন্তানদের জন্য গৃহীত হয়, আর কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরগণও এই দোয়া থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য কার্যত আমাদের চেষ্টাও করতে হবে। নিজেদের অবস্থায় চেষ্টার মাধ্যমে পরিবর্তনও সাধন করতে হবে আর ব্যাথাতুর হৃদয়ে দোয়াও করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক প্রদান করুন। এই দোয়ার পরবর্তী অংশে তিনি (আ.) এই দোয়াও করেছেন যা সম্পর্কে দোয়া করা উচিত যেন তা আমাদের পক্ষে গৃহীত না হয়। যাতে তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি এই দোয়াও করছি যে, আমার জামা'তের কোন ব্যক্তি যদি খোদা তা'লার দৃষ্টি ও ইচ্ছার সামনে চির দুর্ভাগা হয়ে থাকে, সত্যিকার পবিত্রতা ও খোদাভীতি লাভ হওয়া যার অদৃষ্টে নেই, তাহলে হে সর্বশক্তিমান খোদা! তাকে আমার প্রতিও বিমুখ কর যেভাবে সে তোমার প্রতি বিমুখ এবং তার স্থলে অন্য কাউকে নিয়ে আস যার হৃদয় নম্র এবং যার জীবনে তোমাকে পাবার বাসনা থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এরূপ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন যার ফলশ্রুতিতে খোদা তা'লা এবং তাঁর প্রেরিত ব্যক্তি থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। আমাদের ঈমানকে তিনি সর্বদা সুরক্ষিত রাখুন, বরং তাতে আরো সমৃদ্ধি দান করুন। আর আমরা সেই সমস্ত দোয়ার যেন উত্তরাধিকারী হই যা তিনি (আ.) তাঁর মান্যকারীদের জন্য এবং তাদের পক্ষে করেছেন।

জলসার কল্যাণমণ্ডিত হওয়া এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্যও এই দিনগুলোতে দোয়া করতে থাকুন। আর সতর্কও থাকুন, ডানে বামে দৃষ্টিও রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট এবং হিংসুকের হিংসা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।